দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

07

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সেক্যুলারকরণের ষড়যন্ত্র

জামিল বিশ্বাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আন্দোলনের মাধ্যমে অধ্যাদেশ বাতিলের সম্ভাবনা ক্ষীণ হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্যুলারবাদী ১৭ জন শিক্ষক নতুন অধ্যাদেশ প্রণয়ন সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভুল তথ্যসমৃদ্ধ একটি চিঠি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করে। এই ১৭ জনের কেউই শিক্ষা পরিষদ কিংবা সিন্ডিকেটের সদস্য নন। তাঁরা চিঠিতে অভিযোগ করেছেন, "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্ট ও ১ম স্ট্যাটিউট অনুযায়ী অর্ডিন্যান্স যদি কোর্সেস অব স্টাডিজ সংক্রান্ত হয় তবে তা সংশ্লিষ্ট 'ফ্যাকাল্টির' সুপারিশ মোতাবেক একাডেমিক কাউন্সিল সিন্ডিকেটে প্রস্তাব দিবে এবং সিন্ডিকেট তা অর্ডিন্যান্স আকারে অনুমোদন দিবে...।" এ ধরনের বক্তব্য একদিকে যেমন বিভ্রান্তিকর অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-বিধানের পরিপন্থী।

এ্যাক্ট অনুযায়ী অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের দায়িত্ব একমাত্র সিন্ডিকেটের, অন্য কোন অথরিটির নয়। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেটকে অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা পরিষদ অথবা ফ্যাকাল্টির প্রস্তাব/সুপারিশ গ্রহণের শর্ত দেওয়া আছে। Act-এর ৩৪(বি)-তে এই 'বিশেষ পরিস্থিতি' বলতে 'পরীক্ষা গ্রহণ অথবা পরীক্ষার মান বা শিক্ষাক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে' বুঝায়। উপরোক্ত সমস্যা পূর্বের অর্ডিন্যান্স জারি থাকতে ছিল বিধায় নতুন অর্ডিন্যান্স প্রণীত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা পরিষদের ২৫ জন সদস্য (ভাইস চ্যান্সেলর, ২ জন ডীন, ১ জন প্রফেসর, ১২ জন চেয়ারম্যান, ১ জন লাইব্রেরিয়ান, ৮ জন চ্যান্সেলরের নমিনী) এবং সিন্ডিকেটের ১০ জন সদস্য সবাই মিলে যে নতুন অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করেছেন তা শিক্ষার মান বা শিক্ষাক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে– এরূপ ধারণা অমূলক এবং ভ্রান্ত। উল্লেখ্য, এক্ট-এর ২২ ধারা মোতাবেক শিক্ষার মান বজায় রাখার মূল দায়িত্ব শিক্ষা পরিষদের- অন্য কারো নয়। আরও বলা প্রয়োজন যে, বিভাগীয় কমিটি অব কোর্সেস-এর দায়িত্ব শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বা সিলেবাস প্রণয়ন, অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন নয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় অর্ডিন্যান্স বিরোধী এ সমস্ত শিক্ষকের পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও অর্ডিন্যান্স সংক্রান্ত কোন জ্ঞান নাই অথবা থাকলেও জ্ঞানপাপীদের মত উদ্দেশ্য হাসিলের (বিশ্ববিদ্যালয় সেক্যুলারকরণ) জন্য না বুঝার ভান করে আবোল-তাবোল বকছেন। আবার মূল এ্যাক্ট শর্ত দেয়া থাকলেও ১ম স্ট্যাটিউটে কোন শর্ত দেয়া নাই। এখানে সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা পরিষদকেই অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব দেয়া আছে। এছাড়া বর্তমানে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় ছাত্র সংগঠনগুলোর অধ্যাদেশ বিরোধী আন্দোলন কর্তৃপক্ষের নীরব ভূমিকা রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের বর্তমান ভূমিকা অনেকটা 'চোরকে চুরি করতে এবং গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলার মত'।

এগারো কোটি তৌহিদী জনতার আজ এটাই প্রত্যাশা।

ইসলামী চরিত্র অক্ষুণ্ন রেখে এই বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হোক, সাড়ে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর কলকাকলীতে ক্যাম্পাস আবার মুখরিত হয়ে উঠুক